নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃ : ১৯৩-১৯৮
২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গ্রন্থ পর্যালোচনা

ন্যাশনস এ্যান্ড ন্যাশনালিজম সিন্স সেভেনন্টিন হান্ড্রেড এইটি: প্রোগ্রাম, মিথ, রিয়ালিটি

মাহমুদুল সুমন[১]

লেখক: ই. জে. হবসবম

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ১৯৯০; ক্যান্টো সংস্করণ ১৯৯১

বাঁধাই: পেপার ব্যাক; প্রকাশ ভাষা: ইংরেজি

পাঠক শিরোনাম থেকেই ঠাহর করতে পারবেন, বইটা ব্যাপক অর্থে জাতীয়তাবাদ নিয়ে, জাতি ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে নানা তর্ক-প্রতর্ক-ভাবনা নিয়ে। আরো একটু নির্দিষ্ট করে বললে বইটার প্রতিপাদ্য ১৭৮০ সাল থেকে জাতি এবং জাতীয়তাবাদ কী আদল-চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে তারই ইতিহাস। কেন ১৭৮০? হবসবম অধুনা এই জাতীয়তাবাদের আলোচনায় ফরাসী বিপ্লবত্তর সময়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

বইটি ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবেই পাঠ্য। গত শতকের মধ্য চল্লিশের দশক থেকে শুরু হওয়া সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ, যা র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস বা তল-থেকে-দেখা' ইতিহাস প্রকল্প নিয়ে মাঠে নেমেছিল এবং যাদের কাজ গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে এসে সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস আলোচনায় ব্যাপক ভাবেই কেন্দ্রে চলে এসেছিল, লেখক-গবেষক ই.জে. হবসবম ধারারই একজন প্রথম সারির গবেষক। এই সময়ের মার্কসবাদী ইতিহাসবীদদের মধ্যে রডনি হিল্টন কাজ করেন মধ্যযুগীয় কৃষক সমাজ নিয়ে ক্রিষ্টোফার হিল ১৭ শতকের ইংরেজ সমাজের বিদ্রোহের উপর, ই.পি. থমসন ১৮ শতকের জনসংস্কৃতি নিয়ে আর শ্রমিক শ্রেনীর ইতিহাস নিয়ে। ই. জে. হবসবমর কাজও ব্যাপক অর্থে শ্রমিক ইতিহাস, প্রাক-শিল্প সমাজের কৃষক আন্দালন এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বিকাশ নিয়ে।

হবসবমের আলোচ্য এই গ্রন্থটি এথনিসিটি, জাতি ও জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে, বিশেষ ভাবে তাত্ত্বিকীকরণে গুরুত্বের দাবীদার আর এ কারনেই আমার মনে হয়

---

[১] সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২
ই-মেইল : sumonmahmud@hotmail.com.

জাতীয়তাবাদের সিরিয়াস পাঠকের অবশ্য-কর্তব্য হবসবমের এই গবেষণাকে বিদ্যায়তনিক ডিসকোর্সে লোকেট করতে পারা। নি:সন্দেহে কাজটি ব্যাপক। এই অলোচনা এর একটি সূত্রপাত মাত্র।

বইয়ের অধ্যায় বিভাজন

বইটি ১৯৮৫ সালে লেখক কর্তৃক দেয়া 'উইলস ভাষণের'[২] সম্পাদিত রূপ। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে মোট অধ্যায় সংখ্যা ৬। এছাড়া যুক্ত হয়েছে লেখকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, যেটা বেশ কাজের, গুরুত্বপূর্ণ। সংযোজিত হয়েছে বেশ কিছু ম্যাপ, বইয়ের শেষ অংশে, যা মূলত ইউরোপের তথ্য সম্বলিত। অধ্যায়গুলোর নামকরণ থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। বাংলা করলে দাঁড়ায়: জাতির অভিনবত্ব, জনপ্রিয় আদি-জাতীয়তাবাদসমূহ, সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ১৮৭০-১৯১৪, জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত রূপ ১৯১৮- ১৯৫০, বিশ শতকের শেষে জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি।

আগেই বলা হয়েছিল, ভূমিকাটি কাজের, এখানে হবসবম জাতি প্রত্যয়টিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন, তার একটা হদিস পাওয়া যায়। তাঁর সাফ কথা: জাতীয়তাবাদকে গেলনার ব্যবহৃত একটি সংজ্ঞা দিয়ে দেখতে হবে। গেলনার এর মতে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এমন একটি আদর্শ যা মনে করে রাজনৈতিক এবং জাতিগত একককে এক হতে হবে'। (আর্নেস্ট গেলনার, ন্যশনস এন্ড ন্যাশনালিজম, পৃ: ১) জাতির সংজ্ঞায় এই আদর্শের ধারণা এক ধরনের রাজনৈতিক দায়িত্বকে নির্দেশ করে যেখানে কোন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য, সে যে সম্প্রদায়কেই ধারণ করে বা প্রতিনিধিত্ব করে, তার প্রতি রাজনৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ, এবং এই দায়বদ্ধতা গোষ্ঠী পরিচয়ের আর পাঁচটা দায়বদ্ধতাকে ছাপিয়ে যায়। হবসবমের মতে, আজকের জাতীয়তাবাদকে (তার ভাষায় আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা কখনও কখনও একালের জাতীয়তাবাদ) গোষ্ঠী পরিচয়ের অপরাপর ধরন থেকে আলাদা করা সম্ভব।

জাতি প্রশ্নে পূর্বসূরিদের কাজের একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন হবসবম এই অধ্যায়ে। উল্লেখ্য, ১৯৮০র দশক থেকে এ বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানে, ইতিহাসের আলোচনার জাতি, জাতি-রাষ্ট্র, এথনিসিটি ইত্যাদি প্রশ্নে একটা জোয়ার দেখা দিয়েছিল, সে বিষয়ে লেখক সচেতন। তিনি মনে করেন জাতীয়তাবাদের পাঠকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে সংগঠিত মার্কসবাদী বিতর্ক গুলো যার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল একটা নির্লিপ্ততা দিয়ে বিষয়টিকে দেখা। হবসবমের মতে,

[২] থমাস এস. উইলস স্মারক বক্তৃতা যা ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার জন্য প্রদত্ত। এটি বেলফাষ্টের কুইনস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়মিত আসর।

জাতি প্রশ্নটির গুরুত্বকে কিছুটা খাটো করে দেখা হয়েছিল। এই আলোচনার তালিকায় তিনি সামিল করতে চেয়েছেন কোটস্কি, লুক্রেমবার্গ, অটো বোয়ার এবং লেনিনকে[৩]। ১৯ শতকের লেখালেখি তিনি জাতীয়তাবাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সচেতন ভাবেই বর্জন করবার পরামর্শ দেন কেননা তাঁর মতে খুব কম লেখালেখি হয় সে সময় এবং তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি, যা লেখা হয় তার মধ্যে বেশীর ভাগই জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী ভাবধারা পুষ্ট। এই সময়ের কাজ রিডিং লিস্টে তিনি রাখলেন বটে, মাত্র দু'টি: জন ষ্টুয়ার্ট মিলের *কনসিডারেশনস অন রিপ্রেজেনটিভ গভরনমেন্ট* (১৮৬১) এবং আর্নেষ্ট রেনানের বিখ্যাত ভাষণ: '*ওয়াট ইজ এ ন্যাশ*' (১৮৮২)

লেখকের বিচারে জাতীয়তাবাদের একাডেমিক আলোচনায় কথিত যুগ্ম পিতা কারলটন হায়েস ও হ্যানসকোহন থেকে খুব বেশী নেয়ার নেই। হবসবমের মত, এদের লেখা গুলো বিশেষ আগ্রহ তৈরী করেছিল একারনে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর য়ুরোপ 'প্রথমবারের মত এবং শেষ বারের মত' জাতীয়তার আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হচ্ছিল এবং ঠিক একই সময় এই ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম বা তৃতীয় বিশ্বের মুক্তির পাথেয় হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে হানস কোহনের লেখালেখি-ই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন[৪]।

আরো যারা এসময় জাতীয়তাবাদ নিয়ে কাজ করেছেন তারা হচ্ছেন আর্নেষ্ট গেলনার, মিরসলভ রচ, বেনেডিক্ট এন্ডারসন, এ ডি স্মিথ প্রমুখ[৫]। ১৯৮০-র দশকে যে কাজ হয়েছে হবসবমের কাছে তা আগ্রহদ্দীপক। তাঁর ভাষায়, এই গ্রন্থগুলো সম্মিলিত ভাবে যে প্রশ্নের সন্ধান দিতে চেয়েছে তা হচ্ছে: 'জাতি কী?'। কারণটা তাঁর মতে এই: '..মানুষ বা মানব দলের এই রূপ শ্রেণীকরনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, (যদিও এই ভাবধারার মধ্যে বসবাসকারীদের দাবী যে এটি সামাজিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বা এর

---

[৩] এই তাত্ত্বিকদের নিয়ে সার্বিক আলোচনার জন্য অন্যান্য লেখকদের পাশাপাশি হবসবম Hoarace B. Davis এর *Towards a Marxist Theory of Nationalism* (New York 1978) বইটির কথা উল্লেখ করেছেন।

[৪] বিশেষ করে হানস কোহনের দুইটি বই এর কথা বলা যায়: *History of Nationalism in the East* (London 1929) এবং *Nationalism and Imperialism in the Hither East* (New York 1932)

[৫] বেনেডিক্ট এন্ডারসনের প্রস্তাবনায় জাতি হচ্ছে একটা 'কল্পিত সম্প্রদায়,' মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়গত পরিচয় ভিত্তি হতে তা আলাদা। তাঁর মতে আজকের জাতীয়তাবাদকে বুঝতে হবে কল্পিত সম্প্রদায় প্রত্যয়টি দিয়ে। গেলনার জাতি আলোচনায় গুরুত্ব দিলেন সমাজ-রাষ্ট্রের শিল্প ভিত্তিকে। তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে এই: শিল্প ভিত্তিক সমাজে-ই জাতীয়তাবাদকে দেখা যায়। কেননা এই সময়েই সমাজে সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়, প্রয়োজন হয় একদল কর্মী বাহিনীর, কলকারখানায় কাজ করতে যারা প্রস্তুত। কৃষি ভিত্তিক সমাজ বদলে যখন শিল্পের দিকে সমাজ অগ্রসর হয়, তখনই এমনটা ঘটে। গেলনারের আলোচনা থেকে মনে হয়, শিল্পায়নের যুগে এসে জাতীয়তাবাদ থেকে কোন নিস্তার নাই।

সদস্যদের ব্যক্তিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বা মৌলিক হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব) এর সংজ্ঞায়নে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা পাওয়া যায়না ..' (পৃ ৫) অর্থাৎ কোন মানদন্ডের সাহায্যে ঠিক করবো কারা জাতি এবং কারা নয়? গোঁড়াতেই এই সংকট দেখিয়ে হবসবম একটি সিদ্ধান্ত দিতে চান: তাঁর মতে শ্রেয় হচ্ছে জাতি প্রত্যয়টি দিয়ে শুরু করা। এই জায়গাতে হবসবম পাক্কা ইতিহাসবিদ বনে যান। লিখিত বয়ান, দলিল-দস্তাবেজ-ডিকশ্যানারী ব্যবহার করে জাতি প্রত্যয়টির ইতিহাস খোঁজেন। ...জাতি কী বা কোন বাস্তবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে তা নয়। এভাবে হবসবম তাঁর কাজের লক্ষ্য স্থির করেন এবং সিদ্ধান্ত দেন। জাতি 'প্রত্যয়টির' কী রূপান্তর ও বদল ঘটেছে, বিশেষ করে ১৮ শতকের শেষ দিকে এসে, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন তার গ্রন্থে।

অধ্যায়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিখতে যাওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে পাঠ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাধারণ কয়েকটি মন্তব্যই করতে চেষ্টা করছি। গ্রন্থটি পড়তে যেয়ে মনে হয়েছে অধ্যায়গুলোতে জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে ব্যাপক তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ঘটেছে এবং এই বিষয়ে পড়া ও জানাশোনার একটা বড় এলাকাকে ঘিরে আবর্তিত। তবে এই ব্যাপক পাঠ ও তথ্যের চাপেও হবসবম যেন কিছুতেই তার তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে বিস্তৃত হননা। জাতীয়তাবাদ অধ্যয়নের শিক্ষার্থী মাত্রই জানেন যে এই বিষয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে দুই দল। একদল জাতীয়তাবাদকে দেখেন একটা মৌলসত্তা হিসেবে। সমাজ বিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ভাষায় এরা প্রাইমর্ডিয়ালিষ্ট হিসেবে পরিচিত। এদের মতে, জাতি এমন এক সত্তা যার ইতিহাস সূপ্রাচীন অতীতে প্রোথিত এবং আজকের জাতীয়তাবাদ তারই ধারাবাহিকতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধারার তাত্ত্বিকরা জাতীয়তাবাদকে দেখেন মানব ইতিহাসের সাম্প্রতিক সংযোজন হিসেবে। ফরাসী বিপ্লোবোত্তর কালকে এই দ্বিতীয় দলের তাত্ত্বিকরা জাতীয়তাবাদ-বিকাশের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হিসাবে বিবেচনা করেন। অনেকের মতে এই দলের তাত্ত্বিকদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত কাজ গেলনারের। হবসবমও তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে জাতি প্রত্যয়টির অভিনবত্ব, এবং সমসাময়িকতার উপর আলো ফেলে যেন সেই অবস্থানকে সমর্থন দিলেন। তাঁর পর্যালোচনা মোতাবেক, রয়েল স্প্যানিশ এ্যাকাডেমির অভিধানে রাষ্ট্র, জাতি ও ভাষা প্রত্যয়কে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত ঠিক আজকে জাতি বলতে আমরা যা বুঝি, সেই অর্থে দেখা যায়না। এই সময়ে এসেই জাতি শব্দটার অর্থ দাঁড়ালো 'a state or political body which recognizes a supreme centre of common government' এবং 'the territory constituted by that state and its individual inhabitants, considered as a whole.' হবসবমের মতে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভাবে যোগ হল কমন গভরর্নমেন্ট এবং টেরিটোর মত বিষয়।

নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় হতে পারে জনপ্রিয় আদি-জাতীয়তাবাদ অধ্যায়টি। বিশেষত, এথনিসিটি ও এথনিক জাতি সত্তাকে বিশ্লেষণ করবার নানাবিধ পথ তিনি বাতলে দিয়েছেন এই অধ্যায়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে

আমার মনে হয়েছে জাতি সত্তা নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী সকলের জন্যই অধ্যায়টি চিন্তার খোরাক যোগাবে। এথনিসিটি ও এথনিক সত্তা বিষয়টি জটিল এবং জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোতে এই সত্তাটি আরো নানাবিধ মাত্রা পেয়েছে। এথনিসিটি/এথনিক সত্তা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা আকসার এই ভাগটা করেন। হবসবম আদি-জাতীয়তাবাদ নিয়ে একটি আলোচনায় এই বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে তাঁর লক্ষ্য, জাতীয়তাবাদ বলতে যে বস্তুকে আমরা চিনি, তার সাথে এই সকল আদি-জাতীয়তাবাদের/ স্মারকবোধের সম্পর্ক যে কত নগন্য তা দেখানো। উদাহরন হিসেবে তিনি জার্মান ভাষাভাষীদের নিম্ন ভোলগা এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া বা ইহুদি জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের ডায়াসপোরার মত বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে এসেছেন। স্মরন করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন এই ধরণের ভাষিক বা ধর্মজ সত্তাকে যেন আমরা কোনভাবেই জাতীয়তাবাদের সাথে গুলিয়ে না ফেলি। জাতীয়তাবাদ ১৯শতকের ব্যাপার, এর সাথে টেরিটরীর সম্পর্ক ইত্যাদি বলার মধ্য দিয়ে ইউরোপকেই টেনেছেন উদাহরণ হিসেবে। এই বক্তব্য সমূহে হবসবমের কাজে 'অথেনটিক/ ঐতিহাসিক পুনঃনির্মাণ' মার্কা বা 'স্থান-কাল-পাত্রকে' একাকার করে ফেলা নৃবিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করবার প্রবণতা স্পষ্ট। প্রাসঙ্গিক বিচারে বার্থকে তিনি ব্যবহার করলেও একথা বলা যায়।

জাতি প্রশ্নে হবসবমের চিন্তাকে নির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে চেনা সম্ভব। এক্ষেত্রে তিনি ছাড়িয়ে যান এন্ডারসন কিংবা গেলনারদের মতো তাত্ত্বিকদের কাজ থেকে। এঁদের সম্বন্ধে হবসবমের অভিযোগ, এন্ডারসন বা গেলনাররা জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের রচনার কাজে হাত দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাদের কাজ নানা দিক থেকে কতগুলো মৌল সত্তাবাদী ধারণা দ্বারা আক্রান্ত। এন্ডারসন বা গেলনার জাতীয়তাবাদকে যতটা সামাজিকভাবে গ্রথিত বলে মনে করেন, বা যতটা শক্তিশালী বলে মনে করেন, হবসবম তাদের দলে নন; থাকতে চাননা। হবসবম মৌল সত্তাবাদকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। এটাই তাঁর কাজের ধরন। জাতি, জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে কোন অনড় সিদ্ধান্তে তিনি পৌছাতে চাননি। অনেক তথ্য তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁর যুক্তির পক্ষে। বিশেষ করে ধর্ম বা ভাষা, এগুলোই যে জাতীয়তাবাদের অনিবার্য প্রশ্ন নয়, তা স্পষ্ট করতে তুলে ধরেছেন ইউরোপ এমনকি এশিয়ার অনেক উদাহরণে ---এই বিষয়ে তার রচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

গ্রন্থের শুরুতেই তিনি একথা বলে দিলেন যে, তাঁর আগ্রহ মূলত জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের ঠিক সেই সময়টা যখন এটি জনসমর্থন লাভ করে বা অন্ততপক্ষে জাতীয়তাবাদীরা যখন জনগনের একটা অংশের সমর্থন আছে বলে দাবী উথাপন করে। হবসবমের কাছে জাতীয়তাবাদ আগাগোড়াই একটা প্রোগ্রাম বৈ কিছুনা। সত্য যে আদি-জাতীয়তাবাদের একটা আলোচনা ইতিহাস থেকেই তুলে এনেছেন কিন্তু সেটা পরম্পরা দেখানোর খাতিরে নয়। (এক্ষেত্রে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ১৮৭০-১৯১৪ শীর্ষক অধ্যায় সমূহ স্মর্তব্য) বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তিনি উথাপন করলেন খোদ ইতিহাস বিদ্যাকে নিয়ে। বিশেষ করে

আদি-জাতীয়তাবাদ কোন কোন উপাদান নিয়ে গঠিত এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি একটি পদ্ধতিগত প্রশ্ন রাখছেন। এর উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে যারা লিখতে-পড়তে জানেনা তাদের সামষ্টিক পরিচয় সম্মন্ধে। তিনি সতর্ক করছেন আমাদের: ইতিহাস লেখার কাজে অধিকাংশ সময় উপর তলার মানুষ, যারা লিখতে-পড়তে জানে, তাদের বক্তব্য সহজেই জায়গা পেয়ে যায়; জায়গা পায়না সাধারণ মানুষের কথা, সুতরাং চট করেই 'ইতিহাসের' নানা উৎস থেকে সাধারণীকরণ করা চলবেনা। তাঁর ভাষায়: it is clearly illegitimate to extrapolate from the elite to the masses, the literate to the illiterate even though the two worlds are not entirely separable and the written word influenced the ideas of those who only spoke'. (পৃষ্ঠা ৪৮) এই বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত জাতি বা আত্মপরিচয়ের আলোচনা যারা করেন, তাত্ত্বিকীকরণের চেষ্টা যারা করছেন, তাদেরকে পরিচয়ের 'ঐতিহ্য' সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এই বক্তব্য। আর এখানেই 'তল-থেকে-দেখা' ইতিহাস প্রকল্পের সার্থকতা[৬]।

আগেই বলেছিলাম হবসবম জাতি প্রত্যয়টিকে সামাজিক ক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা দিতে নারাজ। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯০ পরবর্তী 'ভেঙ্গে যাওয়া'কেও তিনি ব্যাখ্যা করলেন কিছু পুরানা প্রশ্নের লক্ষণ হিসেবে। হবসবমের মতে জাতীয়তাবাদকে বুঝতে এই সকল ঘটনাবলীতে নতুনত্ব কেবল ততটুকুই যতটুকু ১৯৯১ এর ভাঙ্গন ১৯১৮-২০ এর জারতন্ত্রী রাশিয়ার সাময়িক ভাঙ্গনের ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেছে, যা মূলত ইউরোপীয় ও ট্রান্সককেশীয় অঞ্চলের বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেখা যাচ্ছে নতুন ঘটনা সামান্যই, এই ভেঙ্গে যাওয়া ১৯ শতকের ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের যে ধারা তারই ধারাবাহিকতা। হবসবম এরকম বলতে চান জাতীয়তাবাদ তার উত্তাল সময় পার করে এসেছে এবং আজকের সময়ে এসে জাতি বা জাতীয়তাবাদ শব্দগুলো একসময় যে রাজনৈতিক স্বত্তা বা আবেগকে প্রকাশ করত তা ব্যক্ত করার জন্য আর উপযুক্ত নয়। তাঁর মতে এটা অসম্ভব নয় যে জাতি রাষ্ট্রের বিলীন হয়ে যাবার সাথে সাথে জাতীয়তাবাদও একদিন হারিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পরিচয়গুলো এত এসেনশিয়াল নয় যতটা জাতীয়তাবাদ আমাদের মনে করতে শেখায়। বরং এখানে রাজনীতিটাই আসল, দাবী তোলাটাই আসল কথা, বা প্রতীক নির্মাণই শেষতক গুরুত্বপূর্ণ।

---

[৬] এক্ষেত্রে টেরেন্স রেঞ্জারের সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত হবসবমের আরেকটি গ্রন্থ The Invention of Tradition (১৯৮৩) এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থে পরিচয়ের নির্মাণগত দিক আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এথনিসিটি ও আত্মপরিচয় বিষয়ক বই পত্রের সবটাতেই এই বইয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।